তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

05

সুপারিশ কি হয়, তা জানার জন্য আমরা আগ্রহী থাকব। মাত্র ৩৭ জন শিক্ষক কি দলাদলি করতে পারেন? উপাচার্য তো সরকার নিযুক্ত। তাহলে সেখানে সহিংসতার ঘটনা ঘটে কেন?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্টে নিশ্চয়ই অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও দিক নির্দেশনা রয়েছে, সেগুলি আমি পড়ব এবং আমার বিশ্বাস ঘটনার প্রকৃত কারণ সেখানে তলিয়ে দেখা হয়েছে। পত্রিকার প্রতিবেদনে বিষয়টিকে খন্ডিতভাবে দেখা হয়েছে নিশ্চয়, অন্যথায় এতটা উদ্ভট যুক্তি কেন খাড়া করা হবে? মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার বিষয় নিশ্চয় হাতুড়ে ডাক্তারটিও সমর্থন করবেন না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা, তাছাড়া, খুব যে আলাদা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তা নয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা প্রত্যাশী হয়, অথচ বিশ্ববিদ্যালয় আছে ফুল ৪/৫টি, হাফ ২/১টি, এবং কোয়ার্টার ২টি। একটি এখনও ভূমিষ্ট হলেও আঁতুড়ঘরে আছে। অথচ এদেশে আরো অন্ততঃ ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। অনেকে বলেন, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদৌ প্রয়োজন নেই- তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান হাল দেখে হয়তো ভয় পেয়ে এই মন্তব্য করেন, অথবা ভাবেন উচ্চ শিক্ষা বাহুল্য মাত্র, অথবা উচ্চ শিক্ষা শুধু বেকারত্ব বৃদ্ধি করবে। কথাগুলিতে হয়তো সত্যতা আছে কিন্তু সরকার যদি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ করেন, ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় দেশে দেখবেন শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা নেই, বেকারত্বও অভিশাপ হয়ে নেই- কারণ প্রচুর পরিমাণ উচ্চ শিক্ষিত মানুষ সমাজে একটি গতিশীলতা আনবেই, যার পরিণামে সর্বক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আসবে।

শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করে, শিক্ষাঙ্গন নিয়ে দলীয় রাজনীতি করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে নানা স্বার্থে ব্যবহার করে, ক্রমাগত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে আমরা যে অবস্থার সৃষ্টি করছি, তাতে সুস্থতা সমসময় সর্বত্র বজায় থাকবে, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র।

শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করে, শিক্ষাঙ্গন নিয়ে দলীয় রাজনীতি করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নানা স্বার্থে ব্যবহার করে, ক্রমাগত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে আমরা যে অবস্থার সৃষ্টি করছি, তাতে সুস্থতা সমসময় সর্বত্র বজায় থাকবে, এমন আশা করাটা বাতুলতা মাত্র। এখন যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সকল মহল থেকে সহযোগিতার এবং খোলা মন নিয়ে এর সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা, কিন্তু বিশ্বাবিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চরিত্র হরণ করা যাবে না। সেখানে পাকিস্তানী আমলের শাসন পদ্ধতি পুনঃপ্রচার করা যাবে না। একে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করা যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন যারা, যারা এর ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা দেবেন, তারা হবেন মনে প্রাণে গণতন্ত্রী মানুষ। দেশের যে জনগণের পয়সায় এই প্রতিষ্ঠান চলে তারা মতামত দেবেন, এ নিয়ে লেখালেখি হবে, প্রয়োজনে অনেক কিছুই পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া অগণতান্ত্রিক যে কোনো বিধান আমরা প্রতিহত করব।

সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকে বেছে নেইনি, বরং নিয়েছি এজন্য যে, আরো অনেক কিছুর সাথে, দেশের জনগণ ও এর নাড়ির সাথে একটি যোগাযোগ বজায় রেখে যেন চলতে পারি। এই সামান্য ইচ্ছাটুকুর মর্যাদা কি দেয়া হবে না গণতন্ত্রের এই যুগে?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামঃ প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক।